3.3.1-29

'এবং মহুয়া'-বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী আয়োগ (U.G.C.- CARE List-I 2021)
অনুমোদিততালিকার অন্তর্ভুক্ত। ২০২১ সালে প্রকাশিত
১৬পৃ. তালিকার (৩১৯ টির মধ্যে) ৩পৃ. ৬০ নং উল্লেখিত।

এবং মহুয়া

(বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও গবেষণাধর্মী মাসিক পত্রিকা)

২৩ তম বর্ষ, ১৪১ (ক) সংখ্যা, নভেম্বর, ২০২১

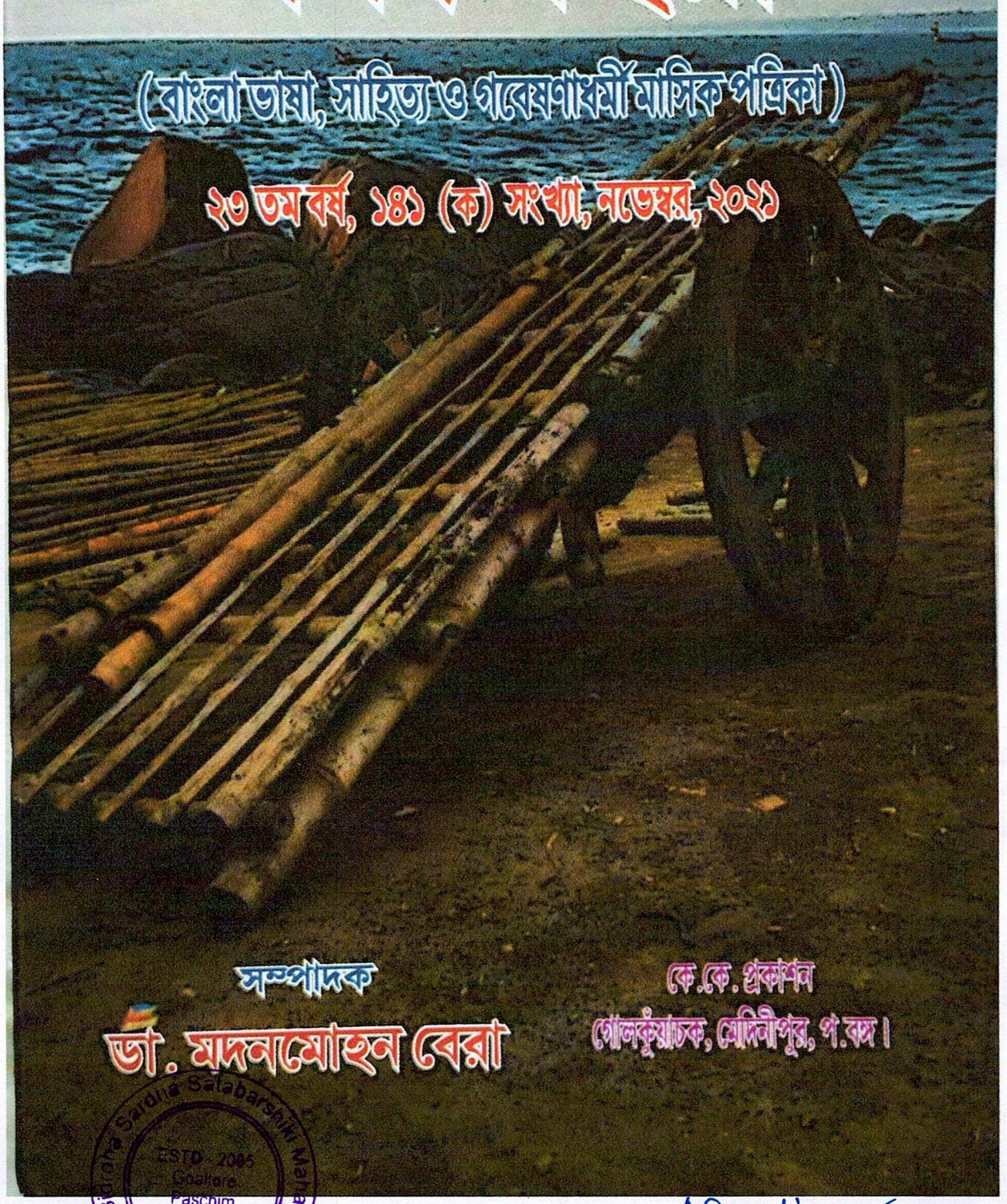

সম্পাদক
ডা. মদনমোহন বেরা

কে.কে. প্রকাশন
গোলকুঁয়াচক, মেদিনীপুর, প.বঙ্গ।

Sanjai Bidhya Sarada Salabarshini Mahavidyalaya
ESTD - 2005
Goaltore
Paschim
Medinipur

Principal
S.B.S.S. Mahavidyalaya, Goaltore
Paschim Medinipur, Pin-721128

U.G.C.- CARE List (2021) approved journal, Indian Language-Arts and Humanities Group, out of 86 pages placed in Page 60 & 84.

EBONG MAHUA

Bengali Language, Literature, Research and Refereed with Peer-Review Journal

23th Year, 141 (A) Volume

Nov, 2021

Published By

K. K. Prakashan

Golekuachawk, P.O.-Midnapur,721101.W.B.

DTP and Printed By

K.K.Prakashan

Cover Designed By

Kohinoorkanti Bera

Communication :

Dr. Madanmohan Bera, Editor.

Golekuachawk, P.O.-Midnapur, 721101. W.B.

Mob.-9153177653

Email- madanmohanbera51@gmail.com / kohinoor bera @ gmail.com

Rs 650

Santal Sidhu Kanu Sardar Satabarshiki Mahavidyalaya ESTD 2005 Goaltore Paschim Medinipur

Principal
S.B.S.S. Mahavidyalaya
Goaltore, Paschim Medinipur

সূচিপত্র

১.মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্বাচিত ছোটগল্পে প্রকৃতি অনুষঙ্গ
:: অবন্তিকা খাঁ..৯

২.প্রাক্‌স্বাধীনতার সাঁওতালি সাহিত্যে : সাঁওতাল ও মিশনারি
:: বৈদ্যনাথ হাঁসদা..১৪

৩.সাংখ্য দর্শনের তত্ত্বমূলক বিষয় এবং যোগ দর্শনের
ব্যবহারিক দিক :: ড. নির্মলেন্দু মণ্ডল........................২৪

৪.মল্লিকা বাহার : এক চিরন্তন মানব প্রবৃত্তির গল্প
:: সৌম্যব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়....................................৩৬

৫.প্রাচীন বাংলা সাহিত্য ও মোক্ষদাত্রী বৌদ্ধ দেবী
:: নীলাঞ্জনা চক্রবর্তী..৪১

৬.আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসুর বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে পদচারণা :
'অব্যক্ত' কিছু কথা :: ড. স্বাতী দাশ (সুর)......................৪৫

৭.বাংলা গল্পের একটি নতুন প্রবণতা :: মানস চক্রবর্তী............৫১

৮.মহাভাষ্যমতে 'হযবরট্' সূত্রবিচার :: প্রসেনজিৎ মণ্ডল...........৫৬

৯.কমল কুমার মজুমদারের 'তাহাদের কথা' এক অতৃপ্ত
স্বাধীনতার আখ্যান :: তাপস চক্রবর্তী.............................৬৩

১০.অপূর্ণতায়-পূর্ণতায় 'যারা ভালবেসেছিল' অনিতা অগ্নিহোত্রী
:: মিঠু রায়..৬৯

১১.প্রাত্যহিক জীবন-সাহিত্য : প্রচলিত বিশ্বাস-সংস্কার
:: চন্দ্রিমা মৈত্র দুবে..৭৫

১২.সবুজ ভবিষ্যতের দিকে: ই-বর্জ্য হ্রাসে গ্রীন-ইলেকট্রনিক্সের
ভূমিকা :: মধুসূদন গড়াই...৮১

১৩.মধ্যযুগে ভারতের হিন্দু সমাজের গঠন কাঠামো :
একটি পর্যালোচনা :: স্বপন সরকার................................৯২

১৪.'মফস্বলি বৃত্তান্ত' : বিপন্ন কৃষকের চলছবি :
দেবেশ রায়ের কলমে :: ড. অর্ধেন্দু সরকার.........................১০৫

১৫.প্রগতিশীল জ্যোতির্ময়ী দেবীর ছোটগল্প: প্রসঙ্গ-দেশভাগ
:: অরুণিমা চট্টোপাধ্যায়..১১৩

১৬.রবিশংকর বলের গল্পবিশ্বঃ এক চেনা-অচেনা জগৎ
:: ড. প্রশান্ত বিশ্বাস..১২২

১৭.সহযোগিতামূলক একাডেমিক লেখায় ক্লাউড কম্পিউটিংয়ের
ভূমিকা: বিভিন্ন সরঞ্জাম এবং কৌশল :: মহ. রফিকুল আলম.......১৩৪

Santal Bidroha Satabarshiki Mahavidyalaya
ESTD 2005
Goaltore
Paschim
Medinipur

Principal
S.B.S.S. Mahavidyalaya
Goaltore, Paschim Medinipur

১৮.রাজনীতি ও সামরিকীকরণ : একটি তাত্ত্বিক দিক
:: ড. হিরোজ্যোতি খাঁ..১৪১
১৯.শৈশব, বাল্য ও কৈশোরের বিবিধ প্রসঙ্গ প্রেক্ষিত ধর্মমঙ্গল
:: তমালকুমার ব্যানার্জী..১৬২
২০.শঙ্খ ঘোষের কবিতায় 'মিথ' : ব্যবহার ও তাৎপর্য :: অর্জুন মাঝি...১৬৮
২১.নৌকাবাইচের নানাদিক : দুই বাংলার ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি
:: সুজিত কুণ্ডু..১৭৩
২২.অনুবাদক বিদ্যাসাগরের বেতাল পঞ্চবিংশতি :: ড. রবিন ঘোষ......১৭৯
২৩.বর্তমান সমাজব্যবস্থার প্রেক্ষাপটে গান্ধীজীর ট্রাস্টিশিপের তত্ত্ব
:: সংঘমিত্রা সিনহা..১৯৩
২৪.রুক্ষ-শুষ্ক পুরুলিয়ার প্রান্তিক অন্ত্যজ মানুষের জীবনালেখ্য :
নির্মল হালদারের 'গরাম থান' :: ড. প্রণব কুমার মাহাতো............২০০
২৫.সাঁওতালি লোকসঙ্গীতে - 'পাখি' প্রসঙ্গ :: অঞ্জন কর্মকার...........২০৮
২৬.শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষভাবে সক্ষম সহপাঠীদের অন্তর্ভুক্তিকরণের
প্রতি সাধারণ শিক্ষার্থীদের মনোভাব :: শুভজিৎ জানা...................২১৪
২৭.ঔপনিবেশিক ভারতে নারী শিক্ষা ও সাবিত্রীবাঈ ফুলে :
এক সময়োপযোগী পুনর্বীক্ষণ :: পম্পা দে..............................২৪২
২৮.নাট্যকলার বিষয় আশয় : প্রসঙ্গ শম্ভু মিত্রের প্রবন্ধ
:: ড. অঙ্কিতা মুখার্জী..২৫০
২৯.প্রসেনিয়াম অধ্যুষিত বাংলা থিয়েটারচর্চায় থার্ড
থিয়েটার থেকে লিভিং থিয়েটার :: নীলাঞ্জন হালদার..................২৬২
৩০.বাংলা নাটক ও সখের থিয়েটার : সমাজ সংস্কার
আন্দোলনের প্রভাব :: সঞ্জীব হাঁসদা..............................২৬৭
৩১.বাঙালি মেয়েদের নাটক চর্চা (১৮৬৬- ১৯১৫) :: সোনা মন্ডল.......২৭৪
৩২.বনসংরক্ষণ ও আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অধিকার
:: ড. রুমকি বোস (মজুমদার)..২৮২
৩৩.'কাঁসাই-এর তীরে' উপন্যাস : আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর
জীবন সংগ্রামের ইতিকথা :: হরিপদ হেমব্রম..............................২৮৯
৩৪.ভারতে হাবশি ক্রীতদাস : রাজনৈতিক ক্ষমতায়
উত্তরণের আখ্যান :: রাজু মিস্ত্রী..২৯৮
৩৫.নবারুণ ভট্টাচার্যের উপন্যাস 'লুব্ধক'- ব্যতিক্রমী
পাঠের দ্বিরালাপ :: ড. সেখ মোফাজ্জাল হোসেন..............................৩০৮
৩৬.ভারতের রাজনৈতিক সংস্কৃতির ধারাবাহিকতা
রক্ষায় সুলতানী আমল :: দেবাশীষ নস্কর..............................৩২১

Santal Bidroha Sardha Satabarshiki Mahavidyalaya
ESTD 2005
Goaltore
Paschim
Medinipur

Principal
S.B.S.S. Mahavidyalaya
Goaltore, Paschim Medinipur

ভারতের রাজনৈতিক সংস্কৃতির ধারাবাহিকতা রক্ষায় সুলতানী আমল

দেবাশীষ নস্কর

সারসংক্ষেপ :

ভারত ইতিহাসের প্রাচীনতম পর্ব থেকে রাজার শাসকীয় ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধির তাগিদে রাজপদের উপর দেবত্ব আরোপের রাজনৈতিক সংস্কৃতির সূচনা হয়েছিল। এক্ষেত্রে পুরোহিত শ্রেণী বা ধর্মীয় গোষ্ঠীরও একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। পরবর্তীকালে সুলতানী আমলেও সেই প্রবণতায় কোনো ছেদ পড়েনি। এই পর্বে সুলতানের দৈবিক মহিমা প্রচারের পাশাপাশি ইসলাম ধর্মীয় গোষ্ঠী বা উলেমা শ্রেণীর প্রভাব ছিল উল্লেখযোগ্য। সেই সঙ্গে ছিল খলিফার অনুমোদনের মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। শাসকশ্রেণী তার ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি জনসাধারণের কাছে আরো দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করতে ও শাসক হিসেবে নিজের মর্যাদা ও গ্রহনযোগ্যতা আরো বাড়াতে এই ধরণের ধর্মীয় পন্থার আশ্রয় নিয়েছিলেন। প্রাচীন ভারতের বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী শাসকরা এক্ষেত্রে যে পথে এগিয়ে ছিলেন সুলতানী পর্বে ইসলামী শাসকরা সেই ধারাবাহিকতা রক্ষা করেছিলেন। পরবর্তীকালে খলিফার অনুমোদনের বিষয়টি আর ততটা গুরুত্ব না পেলেও রাষ্ট্র পরিচালনায় ধর্মীয় গোষ্ঠীর প্রভাব থেকে গিয়েছিল। যা কালক্রমে ভারতীয় রাজনৈতিক সংস্কৃতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে গিয়েছিল।

মুখ্যশব্দ:

রাষ্ট্র, শাসকশ্রেণী, রাজনৈতিক, সংস্কৃতি, দেবত্ব, ধর্ম, ইসলাম, খলিফা, উলেমা

প্রতিপাদ্য বিষয়:

ভারত ইতিহাসের আদি পর্বের রাজনীতিতে দেবত্ব আরোপের সংস্কৃতি ও পুরোহিত শ্রেণীর সক্রিয় উপস্থিতি খুব স্পষ্টভাবে লক্ষ্যনীয়। হরপ্পা থেকে শুরু করে গুপ্ত ও গুপ্তপরবর্তী আমলের আঞ্চলিক রাজশক্তিগুলির মধ্যেও এই প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। সেখানে রাজার বা রাজপদের উপর শুধু

Santal Bidroha Sardha Satabarshiki Mahavidyalaya ESTD 2005 Goaltore Paschim Medinipur

Principal
S.B.S.S. Mahavidyalaya, Goaltore
Paschim Medinipur, Pin-721128

দেবত্ব আরপ নয়, অনেক ক্ষেত্রে রাজাকে সরাসরি দেবতা বলেও গণ্য করা হয়েছে। যাতে সাধারণ মানুষের চোখে রাজা আরো গ্রহনযোগ্য, ক্ষমতাবান ও শক্তিশালী হয়ে ওঠেন এবং রাজার আদেশ অবশ্য পালনীয় বলে মনে হয়। রাজার আদেশ অমান্য করার অর্থ ঈশ্বরের আদেশ অমান্য করা। জনমানসে এই ধারণা গড়ে তোলাই ছিল এর উদ্দেশ্য। গুপ্তপরবর্তী পর্বে দিল্লির সুলতানী আমলেও ভারতীয় রাজনৈতিক সংস্কৃতির সেই ধারাবাহিকতায় কোনো ছেদ পড়েনি। পূর্বের ন্যায় এই সময়েও রাজপদের উপর দেবত্ব আরোপ বা ঐশ্বরিক তত্ত্ব যেমন চালু ছিল তেমনি পুরোহিতের পরিবর্তে মুসলমান উলেমা গোষ্ঠী ও খলিফা বা মুসলিম ধর্মগুরুর অনুমোদন ও প্রভাব একই রাকম ভাবে থেকে গিয়েছিল। সুলতানী শাসকরা তাঁদের শক্তি ও ক্ষমতাকে জনসাধারণের সামনে আরো দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করতে এই ধরনের পন্থা অবলম্বন করেছিলেন। ভারত ইতিহাসের আদি পর্বের শাসকরা নিজেদের ক্ষমতাকে সার্বভৌম ও নিরঙ্কুশ করতে রাজপদে দেবত্ব আরোপের যে সংস্কৃতি অবলম্বন করেছিলেন সুলতানী শাসকরাও সেই ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছিলেন।

কুতুবুদ্দিন-আইবক দিল্লিতে প্রথম স্বাধীন ও সার্বভৌম সুলতানী শাসনের সূচনা করেন। তাঁর সময়কালে সুলতানের ক্ষমতার উপর দেবত্ব আরোপের ও খলিফার অনুমোদনের প্রয়াস সেভাবে লক্ষ্য করা যায় না। তবে কুতুবুদ্দিনের পরবর্তী সময়কালে ইলতুতমিসের আমলে বাগদাদের খলিফা তাঁকে সনদ দিয়ে স্বীকার করে নিয়েছিলেন।

"আব্বাসীয়া খলিফার কাছ থেকে ১২২৯ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারিতে রাজমর্যাদা প্রদানের দলিল এসে গেল। জোরালো আইনসম্মত স্বীকৃতি পেল এতে ইলতুতমিসের রাজপদ।"[১]

ইলতুতমিসই প্রথম সুলতান যিনি স্বাধীন সুলতানী প্রতিষ্ঠায় ও সুলতানের ক্ষমতাকে নিরঙ্কুশ করতে ইসলাম জগতের ধর্মগুরুর স্বীকৃতির প্রয়োজন মনে করেছিলেন। স্বাধীন ও সার্বভৌম সুলতানী সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠায় তিনিও ধর্মের আশ্রয় নিয়েছিলেন। সেই সঙ্গে উলেমা গোষ্ঠীর প্রভাবও ছিল সক্রিয়। যদিও ইলতুতমিস সরাসরি নিজেকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলে ঘোষণা করেননি। কিন্তু দিল্লিতে স্বাধীন ও সার্বভৌম সুলতানী শাসন প্রতিষ্ঠায় তিনিও পূর্ববর্তী ভারতীয় রাজাদের মতো ধর্মীয় প্রভাবকে এড়িয়ে যেতে পারেননি।

ইলতুতমিসের পরবর্তী সময়কালেও এই ধারাবাহিকতা বজায় ছিল। সুলতানা রাজিয়া বা তাঁর পরবর্তীকালে গিয়াসউদ্দীন বলবনের আগে পর্যন্ত যাঁরা দিল্লির সুলতান পদে বসেছিলেন তাঁদের মধ্যে সম্ভবত কাউকেই

ইসলাম জগতের ধর্মগুরু বাগদাদের খলিফার স্বীকৃতি নিতে দেখা যায়নি। কিন্তু তার মানে এই নয় যে তাঁরা ইসলাম ধর্মীয় সম্প্রদায় বা উলেমা গোষ্ঠীকে সম্পূর্ণভাবে এড়িয়ে শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। সুলতানী আমলে শাসনকার্য পরিচালনায় উলেমা সম্প্রদায় সর্বদা সক্রিয় ছিল। ধর্মীয় বা উলেমা গোষ্ঠীকে পুরোপুরি এড়িয়ে কোনো সুলতানের পক্ষে শাসনকার্য পরিচালনা করা সম্ভব ছিলনা। তাই সুলতানী শাসনকালে ইসলামী রীতি নীতি মেনেই শাসনকার্য পরিচালনা করতে হত। বিশেষ করে যে শাসনকার্য পরিচালনায় ধর্মীয় গোষ্ঠী বা উলেমা সম্প্রদায়ের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল।

দিল্লির সুলতানী সিংহাসনে গিয়াসউদ্দিন বলবনের আবির্ভাব এক কেন্দ্রীভূত রাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার সূচনা করেছিল। দিল্লি সুলতানীর স্থায়ীত্ব ও নিরাপত্তাকে সুনিশ্চিত করতে হলে যে সুলতানের ক্ষমতাকে দৃঢ় ও নিরঙ্কুশ করা প্রয়োজন তা তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। সেই উদ্দেশ্যেই রাজতন্ত্র সম্পর্কে তিনি বেশ কিছু ভিন্ন চিন্তা ভাবনার পরিচয় দিয়েছিলেন। সুলতানের মর্যাদা ও ক্ষমতাকে প্রতিষ্ঠা ও প্রচার করার তাগিদে তিনি দিল্লির রাজদরবারে পারসিক রীতি নীতির প্রচলন করেন। বলবনের মতে সুলতান হলেন জিল-ই-আল্লাহ বা ঈশ্বরের ছায়া। সেই কারণেই

" অনবরত তিনি বোঝাবার চেষ্টা করতেন তাঁর পুত্রদের ও সভাসদদের যে জগতে রাজা হলেন স্বয়ং ঈশ্বরের প্রতিনিধি এবং পবিত্রতার দিক থেকে তাঁর স্থান দিব্য প্রেরণার অধিকারী ঈশ্বরের বাণীপ্রচারকদের ঠিক পরেই। সুলতানই জগতে ঈশ্বরের ছায়া। প্রত্যক্ষভাবে তাঁরই কাছে আসে স্বর্গ থেকে পথের নির্দেশ।"[২]

সেই সঙ্গে খুতবা ও মুদ্রাতে খলিফার নাম উল্লেখ করে তিনি ইসলামের প্রতিও তাঁর আস্থা জানিয়ে ছিলেন।

সুলতানী আমলে বলবন ব্যতীত আর কোনো ইসলামী শাসক সরাসরি সুলতানকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি বা ছায়া বলে উল্লেখ করেননি। এর মধ্যে দিয়ে বলবন সাধারণ মানুষ ও অভিজাতদের থেকে সুলতানকে পৃথক করে দিয়ে সুলতানের পদমর্যাদা আরো বৃদ্ধি করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। সেই সঙ্গে " অভিজাতরা তাঁর সমতুল নয় তা বোঝাবার জন্য 'সিজদা' ও 'পইবস' (দণ্ডবৎ ও সম্রাটের পদচুম্বন) প্রথা প্রবর্তন করেন। এই সব অনুষ্ঠানগুলি ছিল ইরানীয় উদ্ভূত কিন্তু ইসলাম বহির্ভূত।"[৩]

বলবন পরবর্তী সময়কালে খলজী বংশের শাসনকালে আলাউদ্দীন খলজী রাষ্ট্রপরিচালনায় ধর্মের থেকে রাষ্ট্রীয় স্বার্থকে বেশী গুরুত্ব দিয়েছিলেন। কিন্তু ধর্মীয় প্রভাব থেকে তিনিও রাষ্ট্রকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন করে রাখতে পারেননি। যদিও তিনি বলবনের মতো সুলতানকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি বা ছায়া

Santal Bidroha Sardha Satabarshiki Mahavidyalaya
ESTD 2005
Goaltore
Paschim
Medinipur
Principal
S.B.S.S. Mahavidyalaya
Goaltore, Paschim Medinipur

বলে উল্লেখ করেননি। সুলতানের ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য কোনো ঐশ্বরিক পন্থা বা বিদেশী প্রথার প্রচলনও তিনি করেননি। তবে "এটা ঠিক যে আলাউদ্দীন ধর্মের স্বার্থ থেকে রাষ্ট্রের স্বার্থ বেশী দেখেছেন। কিন্তু উনি এমন কিছু করেননি যা ধর্মের পরিপন্থী। ভারতের বাইরে ধর্মের রক্ষক বলে ওঁর সুনাম ছিল। কোনও কোনও ধর্মান্ধ লেখকের বিরুদ্ধতা করে আমীর খসরু ওঁকে ইসলামের সাহায্যকারী বলে চিহ্নিত করেছেন। উনি উপাধি নিয়েছিলেন 'সিকান্দার' এবং 'খলিফার ডানহাত' যার থেকে ওঁর মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। ভারত ভূখণ্ডের পরাক্রমশালী রাজাদের দমন করার পর ও বার বার মঙ্গোলদের পরাজিত করার পর খিলাফতের ধারণাকে উনি অগ্রাহ্য করেননি।"[4] আলাউদ্দীনের পুত্র কুতুবুদ্দিন মুবারক খলজী আবার নিজেকে সরাসরি খলিফা বলে ঘোষণা করেছিলেন। অর্থাৎ, খলজীরাও রাষ্ট্র পরিচালনায় খলিফা তথা ধর্মীয় প্রভাবকে অস্বীকার করতে পারেননি।

পরবর্তী পর্বে তুঘলক বংশের রাজত্বকালে গিয়াসউদ্দীন তুঘলক নিজেকে খলিফার ডান হাত বলে উল্লেখ করলেও তাঁর পরবর্তী সুলতান মহম্মদ বীনতুঘলক আবার নিজেকে খলিফা বলে ঘোষণা করেননি। তবে তাঁর রাজত্বের

"শেষের দিকে উনি নিজেকে খলিফার ছায়া বলে প্রচার করতে লাগলেন। যাতে ধর্মের বিষয়ে গোলমাল না হয়। নানারকম বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়ে মুহম্মদ মিশরের খলিফার কাছ থেকে সনদ আনলেন। এরপর সব মুদ্রা ও খুতবা থেকে নিজের নাম বাদ দিয়ে খলিফার নাম বসানো হলো।"[5]

"সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলকও মিশরবাসী আব্বাসিদ খলিফার কাছ থেকে সনদ ও স্বীকৃতি লাভ করেছিলেন।"[6]

ফিরোজ তুঘলকের পরবর্তীকালে খলিফার থেকে স্বীকৃতি পাওয়ার প্রথা বন্ধ হয়ে গেলেও রাষ্ট্রপরিচালনায় মুসলিম উলেমা গোষ্ঠীর প্রভাব একইভাবে থেকে গিয়েছিল। সুতরাং দিল্লির সুলতানরা স্বাধীন হলেও তাঁরা মনে করতেন খলিফার অনুমোদনের ফলে সাধারণ মুসলমানদের চোখে সুলতানের পদমর্যাদা ও গুরুত্ব বৃদ্ধি পাবে। তাই তাঁরা খলিফার অনুমোদন পাওয়ার ব্যাপারে সদা সচেষ্ট ছিলেন।

প্রাচীন ভারতীয় রাজনীতিতে রাজপদের উপর দেবত্ব আরোপের যে রাজনৈতিক সংস্কৃতির সূচনা হয়েছিল সুলতানী আমলে সেই ধারাবাহিকতা প্রায় একইভাবে রক্ষিত হয়েছিল। সুলতানকে ঈশ্বরের ছায়া বলে গন্য করার

পাশাপাশি ইসলাম জগতের ধর্মগুরু খলিফার অনুমোদনকেও তাঁরা অগ্রাহ্য করতে পারেননি। সেই সঙ্গে ছিল মুসলিম উলেমা গোষ্ঠীর সক্রিয় উপস্থিতি। শাসনকার্য পরিচালনায় যাদের প্রভাবকে কোনোভাবে অগ্রাহ্য করা সম্ভব ছিলনা। শেষপর্যন্ত খলিফার অনুমোদনের প্রথা বন্ধ হয়ে গেলেও রাষ্ট্র পরিচালনায় ধর্মীয় গোষ্ঠী বা উলেমা শ্রেনীর প্রভাব থেকে গিয়েছিল পরবর্তীকালেও। যা কালক্রমে ভারতীয় রাজনৈতিক সংস্কৃতির অঙ্গ হয়ে উঠেছিল।

তথ্যসূত্র :

১) রিজভি, এস.এ.এ। অতীতের উজ্জ্বল ভারত (দ্বিতীয় খন্ড)। কলকাতা; প্রগ্রেসিভ পাব্লিশার্স। ২০১০, পৃ ৮৮

২) রিজভি, এস.এ.এ। অতীতের উজ্জ্বল ভারত (দ্বিতীয় খন্ড)। কলকাতা; প্রগ্রেসিভ পাব্লিশার্স। ২০১০, পৃ ৯৪

৩) চন্দ্র, সতীশ। মধ্যযুগে ভারত (প্রথম খন্ড)। কলকাতা; পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ। ২০১১, পৃ ৭২-৭৩

৪) রায়, অনিরুদ্ধ। মধ্যযুগের ভারতের ইতিহাস,সুলতানী আমল। কলকাতা; ওরিয়েন্ট লংম্যান। ২০০৫, পৃ ৩১৮-৩১৯

৫) রায়, অনিরুদ্ধ। মধ্যযুগের ভারতের ইতিহাস, সুলতানী আমল। কলকাতা; ওরিয়েন্ট লংম্যান। ২০০৫, পৃ ৩২০

৬) সেন, অসিত। তুর্কি ও আফগান যুগে ভারত। কলকাতা; কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী। ১৯৯৮, পৃ ২৩৭

Saraiu Bidroha Sarat Satabarshiki Mahavidyalaya ESTD 2005 Goaltore Paschim Medinipur
Principal S.B.S.S. Mahavidyalaya Goaltore, Paschim Medinipur

লেখক পরিচিতি

১.অবন্তিকা খাঁ: প্রাক্তনী, ডায়মন্ডহারবার মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়,প.ব.।

২.বৈদ্যনাথ হাঁসদা :সহকারী অধ্যাপক, সাঁওতালি বিভাগ, রাণিবাঁধ সরকারি মহাবিদ্যালয়,প.ব.।

৩.ড. নির্মলেন্দু মণ্ডল : সহকারী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ,মালদা কলেজ, মালদা,প.ব.।

৪.সৌম্যব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় :সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ,শালতোড়া নেতাজি সেন্টেনারি কলেজ,শালতোড়া,বাঁকুড়া,প.ব.।

৫.নীলাঞ্জনা চক্রবর্তী : সহকারী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, রাজা নরেন্দ্রলাল খান মহিলা মহাবিদ্যালয় (স্বশাসিত),প.ব.।

৬.ড.স্বাতী দাশ (সুর) : সহযোগী অধ্যাপক, উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ, নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজ,প.ব.।

৭.মানস চক্রবর্তী : প্রাক্তনী, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়,কলকাতা,প.ব.।

৮.প্রসেনজিৎ মণ্ডল : সহায়ক অধ্যাপক, শালবনি সরকারি মহাবিদ্যালয়, শালবনি, প.ব.।

৯. তাপস চক্রবর্তী : প্রাক্তনী,বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়,প.ব.।

১০.মিঠু রায় :পি এইচ.ডি.গবেষক, বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়,বাঁকুড়া,প.ব.।

১১.চন্দ্রিমা মৈত্র দুবে : পি এইচ.ডি.রিসার্চ স্কলার, বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়,প.ব.।

১২.মধুসূদন গড়াই : সহকারী অধ্যাপক, পদার্থবিদ্যা বিভাগ, ও ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ,রানিবাঁধ সরকারি কলেজ,প.ব.।

১৩. স্বপন সরকার : অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, পি.আর.ঠাকুর গভমেন্ট কলেজ,প.ব.।

১৪. ড.অর্ধেন্দু সরকার : সহ অধ্যাপক,বাংলা বিভাগ, শ্যামসুন্দর কলেজ, শ্যামসুন্দর,পুর্ব বর্ধমান,প.ব.।

১৫.অরুণিমা চট্টোপাধ্যায় : অ্যাসোসিয়েট প্রফেসার,মহাদেবানন্দ মহাবিদ্যালয়, ব্যারাকপুর, প.ব.।

১৬.ড়.প্রশান্ত বিশ্বাস : অধ্যাপক, সাবিত্রী গার্লস কলেজ, বাংলা বিভাগ, কলকাতা, প.ব.।

১৭.মহ.রফিকুল আলম : বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক,গ্রন্থাগারিক,মালদা কলেজ, মালদা,প.ব.।

১৮. ড.হিরোজ্যোতি খাঁ : সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, মেদিনীপুর কলেজ (স্বশাসিত),প.মেদিনীপুর,প.ব.।

১৯.তমালকুমার ব্যানার্জী : পি এইচ.ডি. রিসার্চ স্কলার, বি.বি.এম. কে.ইউ., ধানবাদ, ঝাড়খন্দ।

২০.অর্জুন মাঝি : সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, শালবনি সরকারি মহাবিদ্যালয়, শালবনি,প.মেদিনীপুর,প.ব.।

২১.সুজিত কুণ্ডু:সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ,কালিগঞ্জ গভ.জেনারেল ডিগ্রি কলেজ,

Santal Bidroha Sardha Satabarshiki Mahavidyalaya ESTD 2005 Goaltore Paschim Medinipur
Principal S.B.S.S. Mahavidyalaya Goaltore, Paschim Medinipur

কালিগঞ্জ,প.ব.।

২২.ড.রবিন ঘোষ :সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কবি জগদ্রাম রায় গভ.জেনারেল ডিগ্রি কলেজ, বাঁকুড়া,প.ব.।

২৩.সংঘমিত্রা সিনহা :সহকারী অধ্যাপক, আমডাঙ্গা যুগল কিশোর মহাবিদ্যালয়, প.ব.।

২৪. প্রণব কুমার মাহাতো :সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, শালতোড়া নেতাজি সেন্টেনারি কলেজ, প.ব.।

২৫.অঞ্জন কর্মকার : সহকারী অধ্যাপক, সাঁওতালি বিভাগ,বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়, বাঁকুড়া,প.ব.।

২৬. শুভজিৎ জানা : পি এইচ.ডি. গবেষক, শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, নদিয়া,প.ব.।

২৭.পম্পা দে : এম.এ.শিক্ষার্থী, এডুকেশান বিভাগ, নেতাজি সুভাষ ওপেন ইউনিভারসিটি,কলকাতা,প.ব.।

২৮.ড.অঙ্কিতা মুখার্জী :সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, তুফানগঞ্জ মহাবিদ্যালয়, কোচবিহার, প.ব.।

২৯.নীলাঞ্জন হালদার :পি এইচ.ডি. গবেষক, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা,প.ব.।

৩০. সঞ্জীব হাঁসদা :সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, বিদ্যাসাগর মহা বিদ্যালয়,প.ব.।

৩১. সোনা মন্ডল :সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, সাঁওতাল বিদ্রোহ সার্ধশতবার্ষিকী মহাবিদ্যালয়,গোয়ালতোড়,প.মেদিনীপুর,প.ব.।

৩২.ড. রুমকি বোস (মজুমদার) : সহকারী অধ্যাপিকা,রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, বাসন্তী দেবী কলেজ,প.ব.।

৩৩. হরিপদ হেমব্রম :সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, বাঁকুড়া সম্মিলনী কলেজ, বাঁকুড়া,প.ব.।

৩৪. রাজু মিস্ত্রী :সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, ইস্ট ক্যালকাটা গার্লস কলেজ,কলকাতা,প.ব.।

৩৫.ড. সেখ মোফাজ্জাল হোসেন :সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, সামসী কলেজ, মালদা, প.ব.।

৩৬. দেবাশীষ নস্কর :সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ,সাঁওতাল বিদ্রোহ সার্ধশতবার্ষিকী মহাবিদ্যালয়,গোয়ালতোড়,প.মেদিনীপুর;প.ব.।

৩৭.অনুপ রুইদাস :সহকারী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ,শালবনি সরকারি মহাবিদ্যালয়, প.মেদিনীপুর,প.ব.।

৩৮.রামকিশোর বর্মণ :পি এইচ.ডি.গবেষক, রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়,সহকারী অধ্যাপক, বিভাগীয় প্রধান,শ্রীঅগ্রসেন মহাবিদ্যালয়, ডালখোলা, উ.দিনাজপুর, প.ব.।

৩৯.শঙ্কর মণ্ডল :পি এইচ.ডি.গবেষক, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির, বেলুড়মঠ, প.ব.।

৪০.রিয়া ঢোল : পি এইচ.ডি.গবেষক, বাংলা বিভাগ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়,

Santal Bidroha Sardha Satabarshiki Mahavidyalaya ESTD 2005 Goaltore Paschim Medinipur

Principal S.B.S.S. Mahavidyalaya Goaltore, Paschim Medinipur